যায়যায়দিন

তারিখ 27 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

ক্লাস হওয়ার কথা ডুমুরিয়ায় হচ্ছে খুলনায়

খুলনা অফিস

অনুমোদন ডুমুরিয়ায়। একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য স্থান নির্বাচিত হয়েছে শলুয়ায়। অথচ ক্লাস হচ্ছে খুলনার শিবরাড়ী মোড় এলাকায়। এভাবেই চলছে খানজাহান আলী কৃষি কলেজের কার্যক্রম। দুই বছর ধরে চলছে এ অবস্থা। আর এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়াটাই যেন ছাত্রছাত্রীদের জীবনে কাল হয়ে দাড়িয়েছে। ক্লাসের জন্য ডুমুরিয়া থেকে খুলনায় দৌড়াদৌড়িতে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে তারা।

সূত্র জানায়, বিগত জোট সরকারের সময়ে প্রতি উপজেলায় একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডুমুরিয়ায় একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। সে অনুযায়ী ২০০৪ সালে ডুমুরিয়ার শলুয়া এলাকায় খানজাহান আলী কৃষি কলেজ নামে একটি সাইন বোর্ড টাঙ্গানো হয়। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিলের ভেতর কলেজটির জায়গা নির্ধারণ করা হলেও সেখানে কোনো কার্যক্রম চলেনি।

অভিযোগ রয়েছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই স্থানে কলেজটি দেখিয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে। অথচ কলেজটি পরিচালিত হচ্ছে নগরীর প্রাণকেন্দ্র শিবরাড়ী মোড়ের টিসিবি ভবনের নিচতলা ভাড়া করে। আর ভবনের সামনে নামফলকে লেখা রয়েছে- 'খানজাহান আলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়'। এক সাইন বোর্ডের আড়ালে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকেও ছাত্রছাত্রীরা প্রতারণার আরেকটি নমুনা বলে উল্লেখ করেছেন।

সরকারি নীতিমালায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, উপজেলা, জেলা সদর বা মেট্রোপলিটন এলাকার কোথাও ভাড়া বাড়িতে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যাবে না। তবে এ কলেজটির ক্ষেত্রে উল্লিখিত নির্দেশ উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়া অনুমোদনের

খানজাহান আলী কৃষি কলেজ

শর্তানুযায়ী কলেজটি ডুমুরিয়ায় শিক্ষা কার্যক্রমসহ একাডেমিক ভবন থাকার কথা থাকলেও এ ক্ষেত্রে ঘটেছে ব্যতিক্রম। বর্তমানে কলেজটির যাবতীয় পোস্টার-ব্যানারসহ অন্যান্য কাগজপত্রেও নগরীর শিবরাড়ী মোড়ের ঠিকানা ব্যবহার করা হচ্ছে।

সূত্রে প্রকাশ, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী সব পর্ব সমাপনী পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট এলাকায় হওয়ার কথা। ডুমুরিয়া কৃষি কলেজের কার্যক্রম খুলনা শহরে পরিচালিত হচ্ছে জানতে পেরে ২০০৬ সালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খোজ-খবর নেয়াসহ তদারকি শুরু করেন। তিনি কলেজের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ডুমুরিয়ার ক্যাম্পাসে নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে চাপ দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে ম্যানেজ করে ডুমুরিয়া মহাবিদ্যালয়টি ভাড়া করে পরীক্ষা নেয়, যা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং বোর্ডের নীতি বহির্ভূত।

উল্লিখিত অভিযোগের ব্যাপারে খানজাহান আলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ জানান, খানজাহান আলী কৃষি কলেজ এবং খানজাহান আলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয় পৃথক দুটি প্রতিষ্ঠান। অ্যাডভান্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি কলেজের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ডুমুরিয়ার শলুয়ায়। সেখানে ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। অস্থায়ীভাবে আমরা খুলনায় ক্লাস নিচ্ছি। তবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা ডুমুরিয়াতে হচ্ছে। বর্তমানে কৃষি কলেজে ১২০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি এবং কারিগরি বোর্ডের নিয়ম ভাঙার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। এ বছরের মধ্যেই ডুমুরিয়ায় নিজস্ব ভবনের কাজ শেষ হবে বলে তিনি দাবি করেন।